|  |
| --- |
| **কৃষি মন্ত্রণালয়** |

**১.0 ভূমিকা**

জাতীয় অর্থনীতির সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে কৃষিখাতের গুরুত্ব অপরিসীম। মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৪০.৬ শতাংশ কৃষি ও কৃষিকাজে নিয়োজিত বিধায় এ খাতের উন্নয়ন ব্যতীত দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। 8ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এবং জাতীয় কৃষিনীতির আলোকে দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রযুক্তি আহরণ, উদ্ভাবন ও হস্তান্তরের মাধ্যমে কৃষিখাতের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিপণন ব্যবস্থা আধুনিকায়ন করে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও টেকসই আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলা কৃষি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। টেকসই কৃষি ব্যবস্থা বিনির্মাণে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও অবদান রাখছে। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় দেশের কৃষক পরিবারের পূর্ণবয়স্ক নারীদের প্রায় 5০ শতাংশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষিকাজে সম্পৃক্ত। মন্ত্রণালয়ের নীতি-দলিলসমূহ নারীর ক্ষমতায়ন, পারিবারিক খাদ্য ও পুষ্টির নিশ্চয়তা বিধান, নারীর দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান এবং কৃষি-ব্যবসা কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। এর ফলে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন সুনিশ্চিত হচ্ছে।

**২.0 আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট**

Allocation of Business অনুযায়ী কৃষি সম্প্রসারণ, প্রশিক্ষণ ও খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি সচেতনতা সৃষ্টি, বীজ উৎপাদন, মান নিয়ন্ত্রণ, প্রত্যয়ন, সংরক্ষণ ও বিতরণ, কৃষিতে সহায়তা ও পুনর্বাসন, কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, বিতরণ, উদ্ভাবন ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কৃষি মন্ত্রণালয়ের ম্যান্ডেট।

জাতীয় কৃষি নীতি-২০১৮-এ কৃষিশিক্ষা, গবেষণা সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণে নারীদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং কৃষি উপকরণ প্রাপ্তি ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নারীর সম-অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়ে প্রচেষ্টা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। বিশেষত কৃষি প্রক্রিয়াকরণ এবং কৃষি-ব্যবসা কর্মকাণ্ডে গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা, যাতে তারা তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করতে পারে। পাশাপাশি কৃষিপ্রযুক্তি প্রাপ্তিতে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণকে সহজতর করা এবং বিভিন্ন প্রকার কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড যেমন−প্রশিক্ষণ, কৃষক সমাবেশ ও কর্মশালায় নারীর অংশগ্রহণ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকারের পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা নীতিমালায় রয়েছে। কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, যেমন−বসতবাড়িতে বাগান, ফসল কর্তনোত্তর কর্মকাণ্ড, বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ, নার্সারি, মৌমাছি পালন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদিতে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সরকার অন্যান্য কৃষকের সাথে নারীকেও ঋণ সহায়তা প্রদান করবে মর্মে নীতিমালায় উল্লেখ আছে। সরকার ক্ষুদ্র আকারের কৃষি প্রক্রিয়াকরণ, গুদামজাতকরণ ও সংরক্ষণে মহিলাদের ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা প্রদান করবে এবং নারী ও পুরুষের মধ্যে মজুরি বৈষম্য দূরীকরণ নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করার কথা নীতিমালায় প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

8ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য মহিলাদের দক্ষতা বৃদ্ধি, সমন্বিত কার্যক্রম এবং বাজার সংযোগ ব্যবসার ক্ষেত্রে মহিলাদের অধিক অংশগ্রহণ, গৃহস্থালি কৃষিতে মূল্য সংযোজনের সহায়ক কৌশল, কৃষিক্ষেত্রে মহিলাদের অধিক নিয়োগ এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবনে তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং কৃষিকাজের সময় মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি থেকে নিরাপদ রাখার কথা বলা হয়েছে ।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের লক্ষ্যে সকল মানুষ বিশেষ করে দরিদ্র ও ক্ষুধার ঝুঁকিতে থাকা মানুষের জন্য সারাবছর নিরাপদ, পুষ্টিকর এবং পর্যাপ্ত খাদ্য নিশ্চিত করা, ২০২৫ সালের মধ্যে বয়ঃসন্ধিকালের মেয়েদের, গর্ভবতী এবং দুগ্ধদানকারী মায়েদের পুষ্টির প্রয়োজনীয়তাকে সঠিকভাবে তুলে ধরার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে সকল প্রকার অপুষ্টি দূরীকরণ, ২০৩০ সালের মধ্যে স্বল্প পরিসরে খাদ্য উৎপাদনকারী বিশেষ করে নারী, আদিবাসী, পশু ও মৎস্যচাষিদের কৃষিজ উৎপাদন ও আয় দ্বিগুণ করা এবং অকৃষি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

**৩.0 মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

**৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য**

| **প্রতিষ্ঠান** | **মোট** | **পুরুষ** | **নারী** | **নারীর শতকরা হার** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| সচিবালয় | ২১৮ | ১৬৭ | ৫১ | ২৩.৪ |
| *কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর* | ১৮,৮৭১ | ১৬,১৮১ | ২,৬৯০ | ১৪.৩ |
| *বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি* | ৩০৩ | ২৩৭ | ৬৬ | ২১.৮ |
| *তুলা উন্নয়ন বোর্ড* | ৫৩০ | ৪৭৪ | ৫৬ | ১০.৬ |
| কৃষি তথ্য সার্ভিস | ২২৩ | ১৮৯ | ৩৪ | ১৫.২ |
| কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | ৫১৪ | ৪৩৭ | ৭৭ | ১৫.0 |
| মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট | ৫৯৯ | ৪৮৪ | ১১৫ | ১৯.২ |
| জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি | ১২৭ | ৯৪ | 3৩ | ২৬.০ |
| স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ | ৮,০৮৭ | ৭,০১৮ | ১,০৬৯ | ১৩.২ |
| **মোট :** | **২৯,৪৭২** | **২৫,৩০১** | **৪,১৯১** | **১৪.২** |

**৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

* কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক আধুনিক প্রযুক্তির উপর প্রদত্ত প্রশিক্ষণগ্রহণকারী কৃষকের সংখ্যা ২৩,৪৪,৭১১, যার মধ্যে ৫,০৫,৮৬৫ জন (২১.6%) নারী;
* কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ২,২৫,৯৯৫ জন কিষান-কিষানিকে ফসল কর্তনোত্তর ক্ষতি হ্রাস, ভ্যালু চেইন, সাপ্লাই চেইন উন্নয়ন, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে, যার মধ্যে ৬৭,৭৯৯ জন (৩০%) নারী; এবং
* বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৬৬,৫১৭ জন উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা হয়েছে যার মধ্যে ২৮,১৪৮ জন (৪2.80%) নারী।

**4.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা**

(কোটি টাকায়)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **বিবরণ** | **বাজেট 20২4-25** | | | **সংশোধিত 2023-২4** | | | **বাজেট 2023-২4** | | | **প্রকৃত 2022-23** | | |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** | |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| বিভাগের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

**৫.0 মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব**

| **অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ** | **নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)** |
| --- | --- |
| মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন এবং বীজের সঠিক মান নির্ধারণ | অধিক ফসল উৎপাদনের জন্য মানসম্পন্ন বীজ অপরিহার্য। কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন এবং সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বীজ উৎপাদন ও পারিবারিক পুষ্টি বাগান কার্যক্রমে প্রায় ৩০ শতাংশ নারী শ্রমিককে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। |
| উন্নত শস্য উৎপাদন প্রযুক্তি কৃষকদের মাঝে সম্প্রসারণ কার্যক্রম (প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী, মাঠদিবস, র‌্যালি, মেলা, গণমাধ্যমে প্রচার) | উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তি চাষি পর্যায়ে পৌঁছানো, খাদ্যমান ও পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রদর্শনী-মেলা-র‍্যালি-সেমিনার-কর্মশালায় ৫০ শতাংশ নারীদের সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। ফলে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং নারী ও শিশুদের পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের সুযোগ আরো সম্প্রসারিত হচ্ছে। |
| ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার | ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে ক্ষুদ্র সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা ও জলমগ্নতা দূরীকরণের মাধ্যমে আবাদি জমির আওতা বৃদ্ধি কার্যক্রমে নারী শ্রমিককে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। |

**6.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য**

**খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়ায় নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউট ও ১৬টি উপকেন্দ্রের মাধ্যমে দেশের প্রায় ৬৪টি জেলায় ৩৮,০৮৫ জন নারীকে মাশরুমভিত্তিক আয়বর্ধক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। ‘নর্থওয়েস্ট ক্রপ ডাইভারসিফিকেশন’ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ৬০টি** Growers Market **এবং ১৫টি** Wholesale Market**-এ নারীদের জন্য আলাদাভাবে দোকানের জায়গা (**Women’s Corner) **বিশেষভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া অধিদপ্তরের বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় পুরুষের পাশাপাশি দলগতভাবে প্রায় ৩,০০০ জন নারীকে কৃষিপণ্য বিপণনে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ সকল কার্যক্রমের ফলে শ্রম বাজারে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সরকারি সম্পদ ও সেবা প্রাপ্তিতে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।**

**7.0 নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ**

* **কৃষিকাজে সম্পৃক্ত নারীদের কৃষি উপকরণ সরবরাহ**, **প্রশিক্ষণ ও স্বল্প সুদে কৃষিঋণ সুবিধা প্রাপ্তির স্বল্পতা;**
* **বাজার ব্যবস্থা সম্পর্কে বাস্তবিক জ্ঞান কম থাকায় উৎপাদিত কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণে সমস্যা;**
* **কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণে বাজারসমূহে নারীবান্ধব পরিবেশের অভাব;**
* **কৃষিপণ্যের উৎপাদনে কৃষি যন্ত্রপাতি কমদামে প্রাপ্তি, প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা ও বিভিন্ন প্রকার কৃষি সহায়তা সেবা প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধকতা; এবং**
* **কৃষিকাজে সম্পৃক্ত নারীদের পারিবারিক ও সামাজিক বাধা।**

**8.0 ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* নারীকে শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদরূপে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কৃষি কার্যক্রমের উপর বহুমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান;
* নারীসমাজকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় নারীর অংশগ্রহণ এবং নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক খামার, শিল্প ইত্যাদি গড়ে তুলতে সহায়তা প্রদান;
* সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে নারীর অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করার ক্ষেত্রে কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে পুরুষের পাশাপাশি নারীকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরস্কৃত করা;
* পরিবারে ও উৎপাদনশীল কাজে নারী ও পুরুষ যাতে সমানভাবে দায়িত্ব পায় সেদিকে গুরুত্বারোপ করে সহায়ক পরিবেশ তৈরি করার কার্যক্রম পরিচালনা; এবং
* কৃষিক্ষেত্রে নারীদের অবদান, তাদের উদ্যোগী ও প্রশংসিত কাজ নিয়ে প্রচারণা চালানো এবং কৃষিবিষয়ক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এগুলো প্রদর্শন করা।